দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 3 MAY 2009
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আরও ডায়নামিক হতে হবে

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সঙ্গতকারণেই মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের তুলনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনেক পিছিয়ে আছে। তার কর্মতৎপরতা এখনও গণসন্তোষ অর্জন করতে পারেনি। শিক্ষামন্ত্রী শুরু থেকেই সভা-সেমিনার-মিটিংয়ে একের পর এক বক্তব্য রেখে চলেছেন। উদ্দীপনা সঞ্চারি বহু ভালো ভালো কথা তিনি বলছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ওইসব কথার প্রতিফলন খুব কমই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নির্বাচনোত্তর ঘটনাপ্রবাহ শিক্ষা এবং শিক্ষাঙ্গনকেই সবচেয়ে বেশী স্পর্শ করেছে। শিক্ষাঙ্গনে বিশেষ করে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস, হানাহানি, দখলরাজির ঘটনা লাগাতার ঘটেছে এবং এ কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি রোধ ও নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সন্তোষজনক ভূমিকা রাখতে পারেনি। এহেন প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরও সক্রিয় ও তৎপর হওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের বিশাল কর্ম পরিকল্পনা রয়েছে। এই কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সব ধরনের শ্লথতা, দ্বিধা ও সিদ্ধান্তহীনতার ঘেরাটোপ থেকে বের করে আনতে হবে, তাকে আরও কার্যকর করে তুলতে হবে। অর্পিত গুরুদায়িত্ব পালন ও গণপ্রত্যাশা পূরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সক্রিয় ও কর্মতৎপর করার বিকল্প নেই।

শিক্ষা সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি ইতিবাচক ও উৎসাহজনক তথ্য পাওয়া গেছে। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি আয়োজিত 'বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তি : সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণে জানিয়েছেন, ২০১১ সাল থেকে শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। এ জন্য আরও ২৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। গত বৃহস্পতিবার অর্থ মন্ত্রণালয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় কমিটির এক বৈঠকে এই মর্মে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বই পাবে। মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের শিক্ষার্থীরাও একই সুবিধা পাবে। এই কর্মসূচীর উপকারভোগী হবে অন্তত ৭০ লাখ শিক্ষার্থী এবং এজন্য সরকারের ব্যয় হবে ২৮০ কোটি টাকা। বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি সম্প্রতি বেশ কয়েকটি সুপারিশও পেশ করেছে। এর মধ্যে সরকারী মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষকদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দান অন্যতম। অপর এক সুপারিশে বলা হয়েছে, এমপিরা সর্বোচ্চ ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি থাকতে পারবেন। আরেক সুপারিশে ৪ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, দেশের মোট ৩৩ হাজার ৫৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৬ হাজার ৩৬০টি। বাকি ৭ হাজার ১৮৫টির মধ্যে ৪ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হবে। এতে সরকারের ব্যয় হবে ৬০০ কোটি টাকার মতো।

শিক্ষার প্রসার ও বিকাশে উল্লিখিত বিষয় বা কর্মসূচীগুলোর বাস্তবায়ন যে আবশ্যক ও জরুরী তাতে সন্দেহ নেই। শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষা অপরিহার্য এবং এ শিক্ষার শুরুটা প্রাথমিক স্তরেই হওয়া দরকার। ২০১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হবে। এই কর্মসূচীর আওতায় মাদ্রাসার এবতেদায়ী স্তরটি অন্তর্ভুক্ত কিনা তা স্পষ্ট নয়। আমরা জানি, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হাজার হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে এবতেয়ায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা কোনো অজুহাতেই বঞ্চিত থাকতে পারে না। এই কর্মসূচীর আওতায় এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (যদি না করা হয়ে থাকে)। তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা চালু করতে ২৫ হাজার শিক্ষকের কর্মসংস্থান হবে– এটাও কর্ম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মাদ্রাসাগুলোতেও শিক্ষকের বহুসংখ্যক পদ খালি পড়ে আছে। বিশেষ করে, বিগত সরকারের আমলে মাদ্রাসায় মহিলাদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা বাধ্যতামূলক করায় উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে এই ৩০ শতাংশ পদের বেশীর ভাগই খালি পড়ে আছে। এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে খালি পদে শিক্ষক নিয়োগ অবারিত করা দরকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল শূন্যপদ পূরণে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবে, এটাই প্রত্যাশিত। মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে এই স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়বে এবং ড্রপআউট কমে যাবে। এই স্তরে ড্রপআউটের হার ৫০ শতাংশের মতো। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষকদের প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দান এবং ৪টির অধিক কোন প্রতিষ্ঠানে একজন এমপি'র সভাপতি না রাখার সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন জানাই। নতুন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার পরামর্শটি খুবই বাস্তবসম্মত। এতে গণদাবীর স্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে। এতে বঞ্চিত হচ্ছে এমপিও বহির্ভূত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা। শুধু স্কুল, কলেজ নয়, বহু মাদ্রাসাও এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় আছে। সব ধরনের ও স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে এমপিওভুক্তির সুযোগ পায়– কোনোরূপ বঞ্চনার শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। পরবর্তীতে বাকি থেকে যাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হবে, এটাও আমরা আশা করি। 'কথা, ঘোষণা, পরামর্শ ও নীতিগত সিদ্ধান্তের কোনোই মূল্য নেই– যদি সেগুলো বাস্তবায়িত না হয়। আমরা স্বভাবতই এই প্রত্যাশা করবো, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজের মাধ্যমে তার সক্রিয়তা, কর্মতৎপরতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবে। শিক্ষার উন্নয়ন, বিস্তার ও বিকাশে ডায়নামিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই জাতির কাম্য।